রবীন্দ্রনাথ দুর্ভোগে

নিখিল সেন

ঝিভারতী ১লা জানুয়ারী ২০০২সালে রবীন্দ্রনাথকে বাজারে ছেড়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সাতটাকায়গীতাঞ্জলী, দশটাকায় শেষের কবিতা সাধারণ মানুষের পকেটে চলে এসেছে। এতদসত্ত্বেও বেশীর ভাগ বাঙালীরবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছে কিনা সন্দেহ। তবেভোগবাদী সমাজে যাঁরা টিভি, ফ্রিজ, কমপিউটার, ওয়াশিংমেসিন, গাড়ী,নানারকমের সুগন্ধী ইত্যাদি ভোগ করতে ভালোবাসেন, তারা সকলেই যেরবীন্দ্রনাথকে ভোগ করতে ভালবাসবেন এমন কোন কথা নেই। ভোগের নানা সামগ্রী বাজারে ছড়িয়ে রয়েছেএবং নিত্য-নতুন জিনিস বাজারে বেরোচ্ছে। পা টেপা, মাথাটেপার যন্ত্র থেকে শু করে নারী ভোগ করারযন্ত্রপাতি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। তারপাশে নানা অস্ত্রশস্ত্র ভোগ করার সংখ্যাওক্রমশঃ বাড়ছে। কয়েক বছর আগে পটাশদিয়ে যারা বোমা তৈরী করে ভোগ করত এখন তারা RDX দিয়ে বোমা তৈরী করছে। কত রকমের টেলিযোগাযোগ, ভাবাই যায় না ।

পণ্যবাজারে ছাড়ার আগে দেখতে হবে বাজারখাবে (আ মরি বাংলা ভাষা) কিনা। পেপসি কোকাকোলা খাবো নাকি গ্রীষ্মকালে ডাব খাবো সেটাঠিক করবে আমি না অন্য কেউ তার জন্য সমীক্ষা করতে হবে। রাণু রবীন্দ্রনাথ নাকি মৈত্রেয়ী রবীন্দ্রনাথ বাজারকোনটা খাবে আগে থেকে ঠিক করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে নিত্য নতুনপসার সাজাতে হবে যাতে তাঁকে ঠিক করে ভোগ করা যায়। আমরা তো আগের যুগের লেখক নই যে নিজেরতাগিদ থেকে লিখব। আগে চিন্তাকরে নিতে হবে বাজার কি চাইছে। কিংবা সবচেয়ে ভালো হয়যদি বাজারের চাহিদা আমরাই ঠিককরে দিতে পারি। লোকে ক্রিকেটখেলা ভোগ করবে নাকি হকি খেলা ভোগ করবে সেটা কে ঠিক করবে? পেপসি কোকাকোলা কোম্পানী ?গাভাসকার, গুবক্স সিং ? নাকি খেলার দর্শক। রাণু-ভানু কৃশানু না জানুভানু কৃশানু কোনটা বাজার খাবে ? তবে দেখা যাচ্ছে বাজার খুব দ্রুত বীতশ্রদ্ধ হয়েপড়ছে । সেক্স ও খুব একটা খাচ্ছে না। দৈনিক পত্রিকাগুলোদৈনিক মডেল, জিমনাস্টিক , সাঁতা, সুন্দরী প্রতিযোগিতা ইত্যাদিমেয়েদের জাঙ্গিয়া পরা নানা ছবি ছাপিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। সাহিত্য টাহিত্য প্রায় উঠে যাবারজোগাড়। কম্পিউটার কেন যে এখনোসৃষ্টিশীল কাজ করতে পারছে না কে জানে ! গল্প লেখার আগে ভাবতে হবে টিভিতে সিরিয়াল হওয়ার উপযোগী কিনা! রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেলিখতে গেলেআগে দেখতে হবে রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার লিখলে বেশী বিক্রী নাকি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো ও রবীন্দ্রনাথের প্রেম নিয়েলিখলে বেশী লোক পড়বে। সুতরাংমার্কেটিং ম্যানেজমেন্টের যুগে রবীন্দ্রনাথের খণ্ড খণ্ড অংশগুলো কিভাবে ভোগকরা যায় তার একটা গবেষণা হওয়া দরকার।

রবীন্দ্রনাথকে ভোগ করার নানা রকমপথ রয়েছে। একদল আছেন যাঁরা কঠিনভাষায় রবীন্দ্র চেতনা, বীক্ষা, পরিত্রমা, বিবর্তন, মানস, জিজ্ঞাসা, বিচিত্রা,প্রেক্ষা, পরিকর, প্রসঙ্গ, ভাবনা, মনন, প্রবাহ, ইত্যাদিনানা কাজ করে যাচ্ছেন। এঁদের অনেকেইব্যক্তিগত উন্নতির জন্য এই সব লিখে বাংলার প্রধান অধ্যাপক কিংবা বাংলায়ডাক্তার হয়েছেন, কেউ রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসেন, অনেকে ভক্তি করেন, কারোররবীন্দ্রনাথ জীবিকা, কারোর নেশা। ইদানিং আবার একদল রবীন্দ্র বিরোধী হয়ে নাম কিনে ফেলছেন। তবে যে ভাবে রবীন্দ্রনাথকে ভোগ করা হয়েছেএতকাল, ঝিভারতীর ঝিায়নে রবীন্দ্রনাথকে ফেলার পর কিছু পরিবর্তনদেখা দিচ্ছে রবীন্দ্রভোগে। ভোগবাদীরা যে সকলে একই জিনিস ভোগকরতে ভালবাসবে এমন কোন কথা নেই। কেউ পেপসী ভালবাসে কেউ ভালবাসেহুইস্কি। একই জিনিসের নানা ব্র্যাণ্ডভোগ করতে চায় । নানা সুগন্ধর মধ্যেকারোর হয়ত যুঁই ফুলের গন্ধটাই পছন্দ, কেউ ভালবাসেন বগলের ঘামের গন্ধ। কেউ ছোট গল্পের

মধ্যে রবীন্দ্রনাথকেখুঁজে পাচ্ছেন কারোর পছন্দ নাট্য চেতনা। রবীন্দ্র হিমালয়ের যত শৃঙ্গ আছে কবিতা শৃঙ্গ যদি এভারেষ্ট হয়েথাকে তবে মনে হয় সঙ্গীত শৃঙ্গ হলো কাঞ্চনজঙ্ঘা। কবিতা সংখ্যায় বেশী কেননা রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ না হলেও প্রথমতঃ কবি। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য এবং স্থায়িত্ব এমনই বোধ হয়সঙ্গীতভোগীর সংখ্যা কাব্যভোগীর চেয়ে সংখ্যায় বেশী। তবে সমাজ যে ভাবে এগিয়ে চলেছে অদূরভবিষ্যত রবীন্দ্র সঙ্গীতে র‍্যাপের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করবেনরবীন্দ্রভ ারতী ৰিবিদ্যালয়ের মাইকেল জ্যাকসন চেয়ারের প্রধান অধ্যাপককিংবা রূপ তেরা মস্তানা হিন্দী গানটির সুরে রূপসাগরে ডুব দিয়েছিগানটি ক্যাসেট বার করবেন ৰিভারতীরহিন্দী ফিল্ম বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা। আমরা রবীন্দ্রনাথকে সেলুল ার ফোনের মত অন্তরঙ্গ ভাবে ভোগকরতে পারব ।ইতিমধ্যে সঙ্গীত নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা শু হয়েগেছে। আমাদের যা খাওয়াবে আমরা তাইখাবো। ব্রাহ্মণের পিঠের নধর ছাগলটিকে যদি সবাই মিলে কুকুর বলে তাহলে সেটা তো কুকুর হয়ে যাবেই, এতেআশর্চ্য হওয়ার কিছু নেই।কবির কাছে ক্ষমা চেয়ে বলতে পারা যায়মিডিয়ারই চেতনার রঙে প ান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে।

রবীন্দ্রনাথের গল্প ভোগ করেছিলেনসত্যজিৎ রায়। নষ্টনীড় গল্পটা স্পষ্ট করে বলতে গিয়ে খুবকষ্ট করে ছিলেন। গল্পটাতেচালতা যেভাবে ছিল সেভাবে না এনে সিনেমাতে অনেকটা মাখো মাখো করে এনেছিলেন পরিচালক। এছাড়া সমাপ্তি,পোষ্ট মাষ্টার মণিহারা সবই কি সিনেমার জোরে রবীন্দ্রনাথ নাকিগল্পের জোরে সত্যজিৎ! কাবুলিওয়ালা ক্ষধিত পাষাণও কি তাই? দেনাপাওনা, দান প্রতিদান, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, বা রামকানাই-এরনির্বুদ্ধিতা এখানে রবীন্দ্রনাথ হয়ত টিভি সিরিয়ালের সাহায্য নেবেন। ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে ছোটগল্পের লেখকরাই অন্যের ছোটগল্প পড়েন। বাকী লে াক কিছুই পড়েন না।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ভোগ করতেগেলে কব্জির জোর চাই। টাটা সুমো গাড়ী অনেকেই ভোগ করবের াজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে। একগাদা লোক পাশে বসবে কিন্তু পুরোনোইম্পালা গাড়ী ভাঙা লোহার দরেই বিক্রী হবে। গোরা, নৌকাডুবিউপন্যাস পড়ার ধৈর্য এবং সময়রিটায়ার্ড জজেরাও দিতে পারবেন না। অবশ্য মাননীয় জজেরা বুড়ো বয়সেও বড় বড় চাকরী পেয়ে থাকেন। ৰিবিদ্যালয়ের ছাত্ররাও আজকাল নোটমুখস্থ করে ডক্টরেট করছে, সুতরাং গত কয়েক বছরে পুরো'গোরা' বা যোগাযোগ কারা পড়েছেন তা দেখার জন্য ডট্‌কম এরসাহায্য নিতে হতে পারে ।

প্রবন্ধ কিছু কিছু পড়া যেতেপারে। কালান্তর বা সভ্যতারসঙ্কট দু এক লাইন পড়ে এককালেঅনেকেই রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তর্ক করত। কিন্তু এখন সকলেই এত ব্যস্ত যে রবীন্দ্রনাথ পড়ার সময় নেই। কেন ব্যস্ত কে জানে ? অবশ্য রবীন্দ্রন াথের অনেক লেখাই আছে যা রবীন্দ্র গবেষক ছাড়া কেউইপড়ে না এবং বেশীরভাগ অরবীন্দ্রনাথীয় লেখা না পড়লেও কিছু ক্ষতিনেই। প্রবন্ধের ভোগকে ঠিকভোগ বলা যাবে কিনা তা জিজ্ঞাসাই থেকে যাচ্ছে। এ নিয়ে নাটকের দলগড়া যাবে না , টিভি সিরিয়াল করা যাবে না,ক্যাসেট বার করা যাবে না। তবেসকলেই যে তাজমহল দেখতে যাবে এমন কোন কথা নেই, অনেকেই তো হেঁটে হেঁটেঅমরনাথ দেখতে (দর্শন করতে) যায়। সুতরাং রাশিয়ার চিঠিবা জাপান যাত্রী গ্রন্থে কে ান হোটেলে থাকবেন তার বর্ণনা না থাকতে পারেতবে প্রবন্ধ পাঠ লোকজনের অভাব নেই বলা যাবে না। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের যে দর্শন আমরা ভোগকরব তার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা কে বিচার করবে। হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদা য়িকতার ওপর অনেকলেখাই রয়েছে গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। নিখিলেশ ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে এখনসন্দীপদেরই জয় জয়কার হতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য প্রবন্ধ,হাজার রকম বিষয়, বাংলা ইংরেজী শিক্ষা থেকে শু করে সমগ্র 'ৰিপরিচয় এ সব কি বাদ দেওয়া যায় ? অচল হয়ে গেছে এযুগে একথা কি বলা সম্ভব ? দেখতে প াচ্ছিবেশীর ভাগ লেখাই তো এ যুগে অচল। ভ্রমণ, রান্না বান্না, খেলাধুলা, সিনেমার খবরআর যৌনতা এই কয়েকটা বিষয়ের ওপর লেখা আর কিছু রাজনৈতিক কেচ্ছা সব মিলিয়ে আমরা যে ককটেল নিত্যপান করে যাচ্ছি তাতে রবীন্দ্রন াথ অপাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বইপত্তরের বিক্রিবাটা বেশ ভালো। অনেক বাড়ীতেই রচনাবলী কাঁচেরআলমারীতে শোভা বর্দ্ধন করছে। গান,নাটক কবিতা ইত্যাদি মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের বাজার নেহাৎ মন্দ নয়। হয়ত পেপসী কোকাকোল ার মত নয় তবুযদি বিজ্ঞাপন ঠিক মতো দেওয়া যায় তবে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানুষের ভোগ্য করা যাবে। কেনই বা কতগুলোগবেষক বাংলার মাষ্টার মশাইরা দু-একটা নাটকের দল আর গানের স্কুলরবীন্দ্রনাথকে ভোগ করবে ?

ইলেকট্রনিক্স ও রবীন্দ্রনাথ বারবীন্দ্রনাথ ও কম্পিউটার জাতীয় প্রবন্ধএখনও কেউ লেখেন নি। যদি বড় একজন

ক্রিকেট খেলোয়াড়, ধরা যাকশচীন বা সৌরভকে দিয়ে যদি বিজ্ঞাপন দেয়া যায় যে এরা দৈনিক গীতাঞ্জলিব্যবহার করেন তাহলে গীতাঞ্জলির বিক্রী বেড়ে যাবে। আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়েএকশো বছরের বেশী আদিখ্যেতা করে আসছি কিন্তু ইদানীং ইলেকট্রনিকের যুগেরবীন্দ্রনাথ একটু মার খেয়ে যাচ্ছেন। এতদিন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথেই কিন্তু তাঁকে বাজারে ছেড়েদেওয়ার পর তাঁর লেখাপত্তর বা নাচ গান কি ভাবে পরিবর্তন করে বাজারী(Marketable) করাযায় তার জন্য নানা চেষ্টা চরিত্তির চলছে।

কবিতা পরিবর্ত্তন করা যায় তবেখুব প্রয়োজন নেই। বাবু কহিলেনবুঝেছ উপেন কিংবা বড়জোর ভূপেন অথবা নৃপেন কিন্তু কিছুতেই জ্যোতিরিন্দ্রবা দীপঙ্কর নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা গুলো দুর্বোধ্য নয়সেজন্য এযুগের কবিদের কাছে অপাংত্তেয় হয়ে উঠেছে— এই কথা বললে অতিসরলীকরণ হয়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথেরকবিতা গ্রামে গঞ্জে, নগরে বন্দরে কত লোক কতভাবে পড়েছেন, আবৃত্তি করেছেনতার হিসেব নেই। ফুটো টিনের চালের স্কুলে চট পেতে বসা ছেলেরা এবংলোরেটো হাউসের কোটিপতিদের মেয়েরা একই কবিতা ভোগ করেছে।আধুনিক কবিদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ বড়ই সেকেলে তাই বোধহয় রবীন্দ্রনাথেরশ্রেষ্ঠ কবিতা নামে কোন বই প্রকাশিত হয়নি (ভাগ্যিস হয়নি) ! তবে প্রয়োজন মতরবীন্দ্রনাথের যে কোন কবিতা আমরা সুবিধেমত পরিবর্ত্তন করতে পারি। আরএকটা ব্যাপার বর্তমানে আবৃত্তি শিল্পে রবীন্দ্রনাথের কবিতা কাঁচামাল হিসেবেসবচেয়ে উপযোগী। গলা ওপরে ওঠে নানীচেও নামে না, উচচারণে 'প্রীতি' আর 'পৃথিবী'রপ্রথম অক্ষর কিভাবে উচচারণ করতে হয় অথবা 'দৃঢ়'শব্দটি দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যা কিনা 'আষাঢ়' উচচারণ করতে বর্ষাকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত কিনাএসব কথার দরকার নেই। শুধু কণ্ঠস্বরকন্ট্রোল করার বা প্রতিধবনি তৈরী করা যন্ত্র চাই। সুন্দর অবয়ব চাই, আলো আঁধারী ধোঁয়াটে রঙীন দৃশ্য চাই আর চাইসাজগোজ ও বিজ্ঞাপন। আবৃত্তি ভোগ করতে গেলে দৃশ্য কাব্য ভোগ করতেহবে। আবৃত্তিকার কবিতার অর্থউপস্থাপিত করতে পারছেন কিনা সেটা বড় কথা নয়। যদিও সেইজন্য কবি বলেননি"ধবনিটিরে প্রতিধবনি সদা ব্যঙ্গ করে"। তাই বীরেন ভদ্রর বাজখাঁই কণ্ঠে'দেবতার গ্রাস' কিংবা তৃপ্তি মিত্র শম্ভু মিত্রের অতি নাটকীয়'ঝুলন' এমন কি কাজী সব্যসাচীর আবেগ পূর্ণ কণ্ঠে লিচুচোর এযুগেঅচল। রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির ধরণ তোআরোই অচল। যাই হোক দশটা কবিতাআমরা কম্পিউটারে input করে ইচ্ছে মতো একটা বা একশো কবিতা output এ বার করে নেব।

নাটকেরব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর এককালে পাড়ায় পাড়ায় অভিনীত হত। অনেক প্রৌঢ় লোককে জিগ্যেস করলেশোনা যাবে তিনি এককালে অমলের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাহলেদই ওয়ালার পাঠ কে করত? দূরদর্শনের দৌলতে ঘরে বসেই নাটক দেখছি । কিন্তু এ যুগে খুন, চত্রান্ত, ধর্ষণ, এবংঅসম্ভব টেনশন না থাকলে কোন নাটকই দাঁড়াতে পারবে না। সুধীন দত্তের ভাষায়

"নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে
ধূমাঙ্কিত চৈত্যে আজ বীতাগ্নি দেউটি,
আত্মহা অসূর্য, নক্ষত্রেও লেগেছে নিদুটি"
(লেখকেরপক্ষে একটু দুর্বোধ্য হয়ে গেল)।

বর্তমানে নাটকের প্রায়প্রতিশব্দ 'সিরিয়াল'। এখানে গল্প উপন্যাসও নাটকে মোড়নিচ্ছে। সুতরাং কাদম্বিনীকে যদি"মরিয়া প্রমাণ করিতে হয় সে মরে নাই" তবে নিপমাকেওমরে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে সে বেঁচেছে। আমরা রবীন্দ্র ঝিায়নের যুগেযদি রক্ত করবীর রঞ্জনকে বাঁচিয়ে নন্দিনীর সঙ্গে মিলন দেখাই অথবা বিসর্জনেপাঁঠাবলির বদলে নরবলি দেখাই স্টেজে, তাহলে পন্যের দাম হুহু করে বেড়েযাবে। রবীন্দ্রভক্তরা তোবা তোবা করেউঠবেন। নাটক গল্প উপন্যাস, গীতি নাট্য সব কিছুই সিরিয়ালেপরিণত করা যাবে যদি একটু আধুনিকীকরণ করা যায়। কম্পিউটার বিজ্ঞানে যেমন জেনারেশনের পরজেনারেশন উন্নতি হচ্ছে তেমনি রবীন্দ্র সাহিত্যে সিরিয়ালের পর সিরিয়ালউন্নতি হবে। শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা,চণ্ডালিকা ইত্যাদি নাটকে একটু বেশীকরে যৌনতা দেখাতে পারলে ভালো হয় । এখন তো আধুনিক যুগ নেই। আধুনিকোত্তর যুগ হয়ে গেছে। যেটা উত্তরোত্তর মানুষকে ধবংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের মত সেকেলে সৌন্দর্য্যেরপুজারীর কোন দাম নেই। যেহেতুরবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া মুস্কিল তাই তাঁকে পরিবর্তন করে আধুনিক রসনাঅনুযায়ী মাল মশলা দিয়ে পরিবেশন করব। যেমন বর্তমানে নেমতন্ন বাড়ীতে দেখাযায় চানা আর ছানা, চানা বাটোর অ

ার পনীর মটর। (বাটোর আরমটর শব্দ যুগল টেনে টেনে উচচারণ করতে হবে) যেন কোন আনাজপাতিমানে ফুলকপি বঁ াধাকপি পটল ইত্যাদি বঙ্গ দেশে জন্মায় না। সে রকম কবিগুকে সংক্ষিপ্ত করেনিতে পারি। যেমন কবিগুর বৃদ্ধবয়সে ছবি আঁকার ব্যাপারটা কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাই সে ব্যাপারে মাথা না ঘামানোই শ্রেয়। কিন্তু সঙ্গীত ! বিস্ময়ে তাই জ াগেআমার প্রাণ!

'শচীন কর্তার সুরে বিখ্যাতট্যাক্সী ড্রাইভার' ছবির 'যায় তু যায় কাঁহা' গানটি হেক্ষণিকের অতিথি থেকে নেওয়া । তার অনেক পরে অভিমান ফিল্মের'যদি তারে নাই চিনিগো' গানের সুরটির প্রয়োগ। সে সব সুর কি ভোলা যায়। এছ াড়া অনেক হিন্দী, বাংলা ফিল্মের গান,আধুনিক গান রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুকরণে হয়েছে। সবগুলোর ফর্দ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অন্য সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত, ইদানীং দেখা যাচ্ছে। ঝিকবির ঝিায়ণে এটা একটা নতুন লাভ । আমাদের বাপ ঠাকুর্দারা কি ভাবে বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁরা রবীন্দ্র সঙ্গীতের ডিস্কো রক এন রোল,ট্যুইস্ট, র‍্যাপ কিছুই দেখতে পারেন না। নতুন কিছু করে বাজার মাত করাটাই আসল। সে যদি সাল ভাদরদালির মত ল্যাংটো হয়ে 'শোকেসে শুয়ে থাকতে হয় তাই বা মন্দ কি? নামডাকটাই বড় কথা কিভাবে হল সেটা বড় কথা নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্যসুরে গাওয়া যাবে। বাধা দিলে ব াধবে লড়াই মরতে হবে। তাঁর প্রেম পূজা, স্বদেশ প্রকৃতিইত্যাদি নানা পর্য্যায়ের গানই আছে তবে আধুনিকীকরণ করতে গেলে কিছুসুর ও কথা পরিবর্তন করে নিলে ল্যাটা চুকে যাবে। সামান্য কয়েকটা উদাহরণ দেওয়ারচেষ্টা করা গেল যে সমস্ত গান ঝিায়নে বাংলা বাজারী করা যায়। বাকী সব গানের জন্য এই শতাব্দীরমণীষীর কাজ পড়ে রইলো।

জীবনমুখী গান - জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা
ডিস্কো—আলো আমার আলো ও গো.....
র‍্যাপ— খরবায়ু বয় বেগে —
পপ্— পুরানো সেই দিনের কথা
ট্যুইস্ট— আয় তবে সহচরী
ব্রেক ডান্স — ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও
রাগপ্রধান — আঁখি জলে মুছাইলে জননী
(কালোয়াতির কেরামতি দেখাতে হবে)
গণসঙ্গীত — জন গণ মন অধিনায়ক জয়হে
.....জয় হে, জয় হে জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে।।
(উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই)।।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com